"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন শাখা)
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মো: আবদুর রহিম খান
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ : ২৫-০৩-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান : শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৩)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভার শুরুতে সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন বর্তমান সরকার শ্রমিকের অধিকার ও শোভন কর্মপরিবেশ এই দুটি বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২২ জুন ১৯৭২ সালে একইদিনে ২৯টি কনভেনশন এবং প্রটোকল অনুস্বাক্ষর করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, মেহনতি মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও তাদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি এটি তারই বহিঃপ্রকাশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই আদর্শে দেশ পরিচালনা করছেন। সুতরাং আমরা যে যেই কর্মস্থলে কাজ করি না কেনো আমাদের কাজের প্রধান লক্ষ্য হবে শ্রমিকের কল্যাণ ও অধিকার সুনিশ্চিত করা। অতঃপর তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা)-কে আহবান জানান। সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা) সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। সভা কর্তৃক ৩০-০১-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধন বা সংযোজন কিংবা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	ক) সভাপতি APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি উপস্থাপন করতে বললে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, গত ০৮ মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত পরিদর্শনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজনে ময়মনসিংহ ও রাঙ্গামাটি, নিয়োগপত্র প্রদানে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নরসিংদী; শ্রমিকের পরিচয়পত্র প্রদানে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কুষ্টিয়া ও খুলনা; ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঢাকা ও গাজীপুর; অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঢাকা, নরসিংদী, ও দিনাজপুর; কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ কারখানায় উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ,	ক) এপিএ-এর নির্ধারিত সকল সূচকে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহকে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৩। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ৪। জনাব মনোয়ার হোসেন

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		কুষ্টিয়া , দিনাজপুর ও নওগাঁ; শিশুশ্রম নিরসনে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট, মৌলভীবাজার, নওগাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রাঙ্গামাটি; নতুন লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তিতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুর ও রংপুর; লাইসেন্স নবায়নে দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ ও রংপুর লক্ষ্যামাত্রা অর্জন করতে পারেনি। সভাপতি যে সকল কার্যালয় উল্লিখিত সূচকে লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে আগামী সভার পূর্বে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।		পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
		খ) সভাপতি অভিযোগ নিষ্পত্তির সঠিক তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছক তৈরির নিমিত্ত আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক সভাপতিকে অবহিত করার জন্য গঠিত কমিটির সদস্য সচিব উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	খ) অভিযোগ নিষ্পত্তির সঠিক তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছক তৈরির নিমিত্ত গঠিত কমিটির সদস্য সচিব উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক সভাপতিকে অবহিত করতে হবে।	
		গ) সভাপতি ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদেরকে এপিএ-এর তথ্য সঠিকভাবে দাখিলের নিমিত্ত একটি প্রশিক্ষণ ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে আয়োজন করতে প্রধান কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ) প্রধান কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদেরকে এপিএ-এর তথ্য সঠিকভাবে দাখিলের নিমিত্ত একটি প্রশিক্ষণ ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে আয়োজন করতে হবে।	
		ঘ) সভাপতি কমপ্লায়েন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাইডলাইন প্রস্তুত বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চাইলে যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সেইফটি) ও কমিটির আহবায়ক সভাকে অবহিত করেন যে, এ সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভা ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপনের নিমিত্ত সময় প্রয়োজন। সভাপতি ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে একটি সভা আহবানের জন্য যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সেইফটি)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ঘ) ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে কমপ্লায়েন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাইডলাইন প্রস্তুত বিষয়ে একটি সভা আহবানের জন্য যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সেইফটি)-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
২।	SDG বিষয়ক কার্যক্রম	ক) সভাপতি SDG বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে জনাব মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ এসডিজি সভা করে যথাযথভাবে কার্যবিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করছে এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে SDG বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহকে এসডিজি সভা করে যথাযথভাবে কার্যবিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং কার্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে SDG বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	১। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (পরিকল্পনা ও অর্থ অধিশাখা) ২। জনাব মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা

ক্র. নং	*আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৩।	অভিযোগ (ম্যানুয়ালি, লিমা, হেল্পলাইনে-১৬৩৫৭ এবং অন্যান্য মাধ্যম)	সভাপতি অভিযোগ (ম্যানুয়ালি, লিমা, হেল্পলাইনে-১৬৩৫৭ এবং অন্যান্য মাধ্যম) সম্পর্কিত অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন, গত ০৬ মার্চ, ২০২৪ খ্রি: তারিখে ৪০.০১.০০০০.০০০.৯৯.০৫৫.২৩.৭৬ নং স্মারকের ১১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিঃ হতে ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত জারীকৃত প্রধান কার্যালয়ের হেল্পলাইন সম্পর্কিত অফিস আদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছেন। গত ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৩১ কার্যালয়কে ম্যানুয়ালী এবং অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ আব্যশিকভাবে লিমা সফটওয়্যারে ইনপুট, অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে লিমা সফটওয়্যারের অভিযোগ শীট আপডেট করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার চট্টগ্রাম (২১%), ঢাকা (৩২%) ও গাজীপুর (৪১%)। অবশিষ্ট কার্যালয়সমূহের নিষ্পত্তির হার ৮০% ওপরে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি: মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার চট্টগ্রাম (৩৫%), নারায়ণগঞ্জ (৫০%), ঢাকা (৫৯%), গাজীপুর (৬৩%)। অবশিষ্ট কার্যালয়সমূহের নিষ্পত্তির হার ৮০% ওপরে। সভাপতি অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ছক প্রস্তুতপূর্বক অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৮০% এর ওপরে করতে হবে এবং উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ছক প্রস্তুতপূর্বক অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৪।	আউটসোর্সিং লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম	ক) সভাপতি ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক সেবা সহজিকরণের নিমিত্ত বাইরের স্টেকহোল্ডারদেরকে আরও দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা) উল্লিখিত প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে এখনই সার্কুলার দিয়ে তারিখ নির্ধারণ করে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতি ব্যাচে ২০-২৫ জনকে যেন প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন। খ) সভাপতি আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শকের মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)-কে প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে অগ্রায়ন করা হচ্ছে কিনা তা সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক সেবাকে সহজিকরণের নিমিত্ত বাইরের স্টেকহোল্ডারদেরকে আরও দুটি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২০-২৫ জন) প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খ) আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শকের মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)-কে প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে অগ্রায়ন করা হচ্ছে কিনা তার তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI ৩। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৪। উপমহাপরিদর্শক (৩১টি কার্যালয়) ৫। ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		গ) সভাপতি ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ) উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)-কে ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৫।	LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রম	ক) সভাপতি LIMA-এর মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসে লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন হার যথাক্রমে ৯০%, ৯৩% এবং ৭৯%। এছাড়া ১) লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স প্রদানে ১০০% এর নিচে অর্জন হয়েছে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় মৌলভীবাজার (০%), নারায়ণগঞ্জ (৬%), খুলনা (৭৬%)। ২) লিমার মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন প্রদানে ১০০% এর নিচে অর্জন হয়েছে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় নারায়ণগঞ্জ (৩%), গোপালগঞ্জ (৭০%), খুলনা (৭৪%) এবং ৩) লিমার মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শনে ১০০% এর নিচে অর্জন হয়েছে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় জামালপুর (০%), টাঙ্গাইল (১৭%), সিলেট (২৭%), মুন্সিগঞ্জ (৪১%), কুষ্টিয়া (৫৪%), গোপালগঞ্জ (৫৫%), চট্টগ্রাম (৫৬%), ময়মনসিংহ (৬০%), বরিশাল (৮০%), রাজশাহী (৮৬%), যশোর (৯৮%), দিনাজপুর (৯৯%)। সভাপতি নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম শতভাগ লিমার মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম শতভাগ লিমার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসে ১) লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স প্রদানে ১০০% এর নিচে অর্জনকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় মৌলভীবাজার (০%), নারায়ণগঞ্জ (৬%), খুলনা (৭৬%)। ২) লিমার মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন প্রদানে ১০০% এর নিচে অর্জন উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় নারায়ণগঞ্জ (৩%), গোপালগঞ্জ (৭০%), খুলনা (৭৪%) এবং ৩) লিমার মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শনে ১০০% এর নিচে অর্জন উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় জামালপুর (০%), টাঙ্গাইল (১৭%), সিলেট (২৭%), মুন্সিগঞ্জ (৪১%), কুষ্টিয়া (৫৪%), গোপালগঞ্জ (৫৫%), চট্টগ্রাম (৫৬%), ময়মনসিংহ (৬০%), বরিশাল (৮০%), রাজশাহী (৮৬%), যশোর (৯৮%), দিনাজপুর (৯৯%) কার্যালয়সমূহকে ১০০% কার্যক্রম লিমায় সম্পন্ন করতে হবে এবং পূর্ববর্তী অর্জন ও উপস্থাপিত মাসের অর্জনের তুলনামূলক চিত্র উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা) ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) ৩। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৫। জনাব মো: আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক, ইনোভেশন টিম
		খ) সভাপতি কর্তৃক সম্প্রতি ঢাকা কার্যালয় পরিদর্শনকালে কয়েকজন শ্রম পরিদর্শক সভাপতিকে অবহিত করেন যে, লিমা অ্যাপসে ভাষাগত, ফন্ট, পরিসংখ্যান ইত্যাদিসহ বেশিকিছু সমস্যা বিদ্যমান। উপমহাপরিদর্শক, ঢাকা বলেন, পরবর্তীতে তিনি পুনরায় শ্রম পরিদর্শকদের সাথে আলোচনাকালে আরও কিছু সমস্যার বিষয়ে জানতে পারেন। সেই সমস্যার তালিকা তৈরি করে মহাপরিদর্শক মহোদয় বরাবর প্রধান কার্যালয়ে ইতোমধ্যে অগ্রায়ন করা হয়েছে। সভাপতি উল্লিখিত বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চাইলে জনাব আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক, ইনোভেশন টিম জানান বিভিন্ন কার্যালয় হতে প্রাপ্ত সমস্যার বিষয়টি	খ) লিমা অ্যাপসের বিভিন্ন কার্যালয় হতে প্রাপ্ত যেসকল সমস্যা ইতোমধ্যে সমাধান হয়েছে সে বিষয়টি চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র মারফত অবগত করতে হবে। ঢাকা কার্যালয় থেকে সমস্যা বিষয়ক যে পত্র এসেছে তার একটি জবাব প্রধান কার্যালয় হতে ঢাকা কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক পত্রের অনুলিপি অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক বিষয়টি যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)-কে তদারকি করতে	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান টেকনো ভিস্তাকে অবগত করা হলে তারা ইতোমধ্যে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করেছে। বাকিগুলোও সমাধান করা হবে মর্মে তাকে টেকনো ভিস্তা হতে জানানো হয়। এছাড়া কিছু ফরমের ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি সমস্যা সমাধানের বিষয়টি চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া সভাপতি ঢাকা কার্যালয় থেকে যে পত্র এসেছে তার একটি জবাব প্রধান কার্যালয় হতে ঢাকা কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক পত্রের অনুলিপি অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরণ এবং বিষয়টি তদারকির জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	হবে।	
		গ) উপমহাপরিদর্শক জনাব মেহেদী হাসান বলেন, পরিদর্শনের বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে, পরিদর্শন হচ্ছে, চেকলিস্টও পূরণ হচ্ছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্যাপ Generate করা। যদি ক্যাপ Generate না করা হয় তবে লিমা-এর ডাটাবেইস শক্তিশালী হবে না। অর্থাৎ পরিদর্শনের পর কতগুলো ক্যাপ Generate হচ্ছে তা গুরুত্ব না পেলে পরিদর্শন ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে না। এক্ষেত্রে তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়টি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তি করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন। সভাপতি প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন এবং আগামী সভার কার্যপত্রে লিমা অ্যাপসের মাধ্যমে সম্পাদিত শ্রম পরিদর্শনের উপস্থাপিত তথ্যের ছকে অতিরিক্ত একটি ঘর যুক্ত করে সেখানে ক্যাপ Generate এর তথ্য উপস্থাপনের জন্য উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ) উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)-কে আগামী সভার কার্যপত্রে লিমা অ্যাপসের মাধ্যমে সম্পাদিত শ্রম পরিদর্শনের উপস্থাপিত তথ্যের ছকে অতিরিক্ত একটি ঘর যুক্ত করে সেখানে ক্যাপ Generate এর তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	
		ঘ) উপমহাপরিদর্শক, নরসিংদী সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখ হতে নরসিংদী কার্যালয়ে নতুন লাইসেন্স, নবায়ন ও শ্রম পরিদর্শন শতভাগ লিমার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। উপমহাপরিদর্শক, ফেনী ও গোপালগঞ্জ বলেন, ফেনী ও গোপালগঞ্জ কার্যালয়ও লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স, নবায়ন ও শ্রম পরিদর্শন শতভাগ লিমায় সম্পন্ন করা হচ্ছে মর্মে সভাপতিকে অবহিত করেন। সভাপতি বলেন, যারা ভাল করছেন বা করবেন তাদের স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত। এক্ষেত্রে যেসকল কার্যালয়সমূহ লিমার মাধ্যমে শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করছে তাদেরকে সচিব মহোদয়ের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে। সভাপতি উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)-কে ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখ হতে লিমার মাধ্যমে শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্নকারী কার্যালয়সমূহের তথ্য যাচাই করে দ্রুত	ঘ) উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)-কে ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখ হতে লিমার মাধ্যমে শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্নকারী কার্যালয়সমূহের তথ্য যাচাই করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তালিকা প্রস্তুতপূর্বক সভাপতিকে অবহিত করতে হবে।	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		সময়ের মধ্যে তালিকা প্রস্তুতপূর্বক সভাপতিকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ঙ) উপমহাপরিদর্শক, টাংগাইল, প্রমাপে পরিদর্শনের সংখ্যা হ্রাসের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন। সভাপতি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রমাপ বিষয়ে ৩১টি কার্যালয় থেকে ৩১টি স্বতন্ত্র যৌক্তিক প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রধান কার্যালয় কর্তৃক রিভিউ করে যুক্তিসংগত মনে হলে তা সংশোধন করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি সকলকে অবহিত করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না রিভিউ হচ্ছে তখন বিদ্যমান প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া সভাপতি বলেন, এপিএ-এর সাথে সংগতি রেখেই প্রমাপ নির্ধারণ হওয়া উচিত।	ঙ) প্রমাপ বিষয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ৩১টি কার্যালয় থেকে ৩১টি স্বতন্ত্র যৌক্তিক প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রমাপ রিভিউ করে যুক্তিসংগত মনে হলে তা সংশোধন করতে হবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না রিভিউ হচ্ছে তখন পর্যন্ত বিদ্যমান প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন সম্পন্ন করতে হবে।	
৬।	Industrial safety unit (ISU)	সভাপতি বলেন, কোথাও কোন অঘটন/দুর্ঘটনা/অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে, বিশেষ করে ঢাকায় যদি ঘটে আইএসইউ শাখার দায়িত্ব হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার একটি প্রতিবেদন মহাপরিদর্শক বরাবর উপস্থাপন করা। এছাড়া ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন কোথাও যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে আইসিইউ-এর নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং পরবর্তীতে আইএসইউ মহাপরিদর্শকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং মহাপরিদর্শক তা মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অগ্রায়ন করবে। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) সভাপতির মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকদেরকে অনুরোধ করেন যেন তারা দুর্ঘটনার বিষয়টি যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)-কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করেন।	ক) কোথাও কোন অঘটন/ দুর্ঘটনা/অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে, বিশেষ করে ঢাকায় যদি ঘটে আইএসইউ শাখাকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার একটি প্রতিবেদন মহাপরিদর্শক বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। খ) ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন কোথাও যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)-কে দুর্ঘটনার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে এবং গ) দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে আইসিইউ-এর নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং পরবর্তীতে আইএসইউ-কে মহাপরিদর্শকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) ২। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ ৩। উপমহাপরিদর্শক (ISU)
৭।	কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য মহাপরিদর্শক কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য মহাপরিদর্শক কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রম অর্থাৎ গাইডলাইন অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)-কে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য মহাপরিদর্শক কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রম অর্থাৎ গাইডলাইন অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৮।	ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম জানতে চাইলে সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ফেব্রুয়ারি-২০২৪ মাসে ডি-নথি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অগ্রগতি নিম্নরূপ :	নোটে নিষ্পত্তিতে চলতি মানের নিম্নে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় রাঙ্গামাটি (৪৪%), সিলেট (৫০%) এবং পত্রজারিতে নিষ্পত্তিতে নওগাঁ (৪৪%), রাঙ্গামাটি (৪৪%), চট্টগ্রাম (৬০%), বরিশাল (৬১%), মুন্সিগঞ্জ (৬৫%) এবং পত্রজারিতে চলতি মানের নিচে অর্জনকারী কার্যালয় নারায়ণগঞ্জ (৬৮%)-কে নোটে ও পত্রজারিতে ৮০% এর ওপরে নিষ্পন্নের হার অর্জন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (৩১টি কার্যালয়) ২। জনাব সাব্বির আনোয়ার শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)

জেলা অফিস	নোটে নিষ্পত্তি			পত্রজারিতে নিষ্পত্তি		
	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	হার	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	হার
গোপালগঞ্জ	০	৪১	১০০%	০	৫১	১০০%
টাঙ্গাইল	০	৭২	১০০%	০	৩৬	১০০%
মানিকগঞ্জ	০	৫৬	১০০%	০	৬	১০০%
ময়মনসিংহ	০	১১৪	১০০%	০	৬১	১০০%
দিনাজপুর	০	৭	১০০%	০	১৮	১০০%
মৌলভীবাজার	০	৬৮	১০০%	০	৯০	১০০%
ফরিদপুর	২	১৪৮	৯৯%	২	৪৪	৯৬%
ঢাকা	২	৮৩	৯৮%	২	১১১	৯৮%
কক্সবাজার	১	২৩	৯৬%	১	২৩	৯৬%
খুলনা	৪	৮৮	৯৬%	৪	২৭	৮৭%
কুষ্টিয়া	৪	৮৫	৯৬%	৪	১৭	৮১%
ফেনী	৭	১৩২	৯৫%	৭	৭১	৯১%
বগুড়া	১	১০	৯১%	১	১৯	৯৫%
সিরাজগঞ্জ	১	১০	৯১%	৬	৪০	৮৭%
পাবনা	২	১৯	৯০%	২	২৪	৯২%
জামালপুর	৫	৪৩	৯০%	৫	৩২	৮৬%
বরিশাল	১০	৮৪	৮৯%	৭	১১	৬১%
রংপুর	২	১৫	৮৮%	১	১২	৯২%
যশোর	১৫	১০৮	৮৮%	১৫	৮০	৮৪%
নওগাঁ	৫	৩০	৮৬%	১৯	১৫	৪৪%
চট্টগ্রাম	২৬	১৩৩	৮৪%	১৪	২১	৬০%
রাজশাহী	২৫	১২৪	৮৩%	২৫	১১৯	৮৩%
কিশোরগঞ্জ	৩	১৪	৮২%	৩	১৪	৮২%
গাজীপুর	১২	৪৯	৮০%	৪	১৬	৮০%
নরসিংদী	১	৪	৮০%	১	৪	৮০%
ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	১	৪	৮০%	১	৪	৮০%
কুমিল্লা	৫	১৮	৭৮%	৫	২২	৮১%
সিলেট	২	২	৫০%	২	১৬	৮৯%
নারায়ণগঞ্জ	১৩	৫৪	৮১%	১০	২১	৬৮%
মুন্সিগঞ্জ	২০	৬৩	৭৬%	১৩	২৪	৬৫%
রাঙামাটি	১৮	১৪	৪৪%	১৮	১৪	৪৪%
মোট হার			৮৮%	মোট হার		৮৪%

ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৩-২৪ এর জন্য কর্ম সম্পাদনের সূচকের মান নথি নিষ্পনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে : অসাধারণ >৮০%; অতি উত্তম ৭৫%-৭৯%; উত্তম ৭০%-৭৪%; চলতি মান ৬৫%-৬৯% এবং চলতি মানের নিম্নে <৬৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি-২০২৪ মাসে ডি-নথি বাস্তবায়ণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নিম্নোক্ত উপমহাপরিদর্শকের

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		কার্যালয়গুলো কর্তৃক চলতি মানের নিম্নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে : ১। নোটে ডি-নথিতে নিষ্পত্তিতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় রাঙ্গামাটি (৪৪%), সিলেট (৫০%) সম্পন্ন করেছে এবং পত্রজারিতে নিষ্পত্তিতে নওগাঁ (৪৪%), রাঙ্গামাটি (৪৪%), চট্টগ্রাম (৬০%), বরিশাল (৬১%), মুন্সিগঞ্জ (৬৫%) সম্পন্ন করেছে। ২। পত্রজারিতে ডি-নথিতে চলতি মানের লক্ষ্যামাত্রা অর্জন হয়েছে নারায়ণগঞ্জ (৬৮%) কার্যালয়ের। সভাপতি চলতি মান ও চলতি মানের নিম্নে নিষ্পন্নকারী কার্যালয়সমূহকে ৮০% এর ওপরে নিষ্পন্নের হার অর্জনের জন্য এবং আগামী সভায় তাদের অবস্থানের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৯।	শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম	ক) সভাপতি শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) সভাকে অবহিত করেন, ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে নিরসনকৃত শিশুর সংখ্যা ৩৬৩ জন। উল্লেখ্য, ১। ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে নিরসনকৃত শিশুর সংখ্যার **শূন্য (০)** প্রতিবেদন দিয়েছে **মৌলভীবাজার, নওগাঁ ও কক্সবাজার** জেলা। এছাড়া, ২। গত ০৮ (আট) মাসে সকল কার্যালয়ের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ৮০% এর ওপরে অর্জন হয়েছে। ৩। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় মৌলভীবাজার (৮৪%), সিলেট (৮৮%), রাঙ্গামাটি (৯০%), ব্রাহ্মনবাড়ীয়া (৯৪%), নওগাঁ (৯৪%) এবং চট্টগ্রাম (৯৮%) গত ০৮ (আট) মাসে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে পারেনি। ৪। অবশিষ্ট সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের গত ০৮ (আট) মাসে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। ৫। সামগ্রিকভাবে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক গত আট মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত ২৫১৩ জন শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করা হয়েছে যা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৬০ (০৮ মাসের লক্ষ্যমাত্রা ২৩০৭ থেকে ৯% বেশি) এবং দপ্তরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭০০ (০৮ মাসের লক্ষ্যমাত্রা ২৪৬৭ থেকে ২% বেশি)। খ) সভাপতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ কোন কার্যালয় কিভাবে ব্যয় করবেন তা ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে জানানোর জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে পত্র প্রেরণের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) ফেব্রুয়ারি/২৪ মাস পর্যন্ত শতভাগ অর্জন নিশ্চিতের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং শ্রম হতে নিসরনকৃত শিশুর সংখ্যাগত তথ্য **(মোবাইল নাম্বারসহ)** ৩১টি কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে এবং শ্রম হতে নিরসনকৃত যেসকল শিশুর মোবাইল নম্বর আছে কেবল সেকল শিশুর তথ্য যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ কোন কার্যালয় কিভাবে ব্যয় করবে তা ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে জানানোর জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১০।	শুদ্ধাচার বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি শুদ্ধাচার বিষয়ক কার্যক্রমে অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) সভাকে অবহিত করেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ মোতাবেক ২য় কোয়ার্টারের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে ২য় কোয়ার্টারের ফিডব্যাক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪-এর ২য় কোয়ার্টারের সকল প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে ৩য় কোয়ার্টারের কার্যক্রম চলমান। এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর বিভিন্ন সূচক বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি/পদকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে সকল সূচক বাস্তবায়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১১।	মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম	ক) সভাপতি মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন, ক) ২৪/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০০১.২১.৪৯ নং স্মারকে গঠিত প্রধান কার্যালয়ের ১০টি মনিটরিং টিমের মধ্যে ১০টি টিম (জানুয়ারী/২৩-জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে ৪৩টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে এবং ৩৯টি পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছে। খ) জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিত মনিটরিং প্রতিবেদন পরবর্তী টিমের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। গ) প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম সমূহের জানুয়ারি/২০২৪ থেকে জুন/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মনিটরিং পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রেরণের জন্য গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ ইউ.ও.নোট (ইউ.ও.নোট: ৪০.০১.০০০০.০০০.৯৯.০০২.২২.২২) প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে ও যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। খ) পূর্বে সম্পাদিত মনিটরিং প্রতিবেদন সঠিকভাবে পরবর্তী টিমের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ
১২।	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যক্রম	ক) সভাপতি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন, উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রতি তিন মাসে একটি সভা আহবান করার জন্য গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি: তারিখে (৩১ কার্যালয়) উপমহাপরিদর্শগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির **(জানুয়ারি/২৪ থেকে মার্চ/২৪)** সভা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়নগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। এছাড়া জেলা শ্রম ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির সভা **(জানুয়ারি/২৪**	ক) উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রতি তিন মাসে একটি সভা আহবান করতে হবে। সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জেলা প্রশাসকের সমন্বয় সভায় ক্রাইসিস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		থেকে মার্চ/২৪) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় জামালপুর, সিলেট, মানিকগঞ্জ, রংপুর এবং চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করেছে। খ) সভাপতি বলেন, সাধারণত রমজান মাসের শেষে বেতন ও বোনাস নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অসন্তোষ দেখা দেয়। কখনও কখনও মালিকের সাথে শ্রমিকের বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সভাপতি এক্ষেত্রে যেসকল জায়গায় ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা বেশি; বিশেষ করে ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জসহ অন্যান্য কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন জায়গায় সমস্যা তৈরি হলে সেগুলো যথাযথভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের এবং ঈদের আগ পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া যেকোন ধরনের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যদি পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশংকা করা হয় তবে প্রথমে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে এবং একইসাথে কেন্দ্র অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অধিকন্তু কোন পরামর্শের প্রয়োজন হলে প্রধান কার্যালয় থেকে তা প্রদান করা হবে মর্মে সভাপতি জানান।	খ) যেসকল জায়গায় ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা বেশি; বিশেষ করে ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জসহ অন্যান্য কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন জায়গায় সমস্যা তৈরি হলে সেগুলো যথাযথভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ঈদের আগ পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেকোন ধরণের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যদি পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশংকা করা হয় তবে প্রথমে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে এবং একইসাথে কেন্দ্র অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। কোন পরামর্শের প্রয়োজন হলে প্রধান কার্যালয় থেকে তা প্রদান করতে হবে।	
১৩।	ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন কার্যক্রম	সভাপতি ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন, যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে প্রতিমাসে আবশ্যিকভাবে অন্তত ০২ (দুটি) পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ইপিজেড এবং এস-ইপিজেড পরিদর্শন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী- ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ মাসে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা ০৬টি (আরএমজি), চট্টগ্রাম ০২টি (নন-আরএমজি), নারায়ণগঞ্জ ০২টি (নন-আরএমজি), কুমিল্লা ০২টি (নন-আরএমজি), রংপুর ০২টি (নন-আরএমজি) এবং খুলনা ০২টি (আরএমজি ০১টি এবং নন-আরএমজি ০১টি) করে পরিদর্শন করা হয়েছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসে অন্তত ০২ (দুইটি) পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)
১৪।	বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ের ৫২০৬টি কারখানার	সভাপতি বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ের ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫% বা এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত ২১টি কারখানাকে ৯০ দিন সময় দেয়া	ক) ৫০-১০০% এর মধ্যে নম্বর প্রাপ্ত যে যেসকল কারখানা রয়েছে তাদের ক্যাপ বাস্তবায়নের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক টিমের সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের (এরিয়া) পরিদর্শকের মাধ্যমে	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	CAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য	হয়েছে এবং ২৫% এর উর্দ্ধে কিন্তু ৫০% এর নিম্নে নম্বর প্রাপ্ত ৮৫টি কারখানাকে ১৮০ দিন সময় দেয়া হয়েছে। বাকি সকল কারখানাকে ৩৬৫ দিন সময় দেয়া হয়েছে। ৫২০৬টি কারখানার সদস্য সচিব কর্তৃক ১ম মনিটরিং সম্পন্ন হয়েছে এবং মনিটরিং পরিদর্শনের তথ্য CIAMS সফটওয়্যারে আপডেট দেয়া হয়েছে। সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ মোট ১০৬টি কারখানার ক্যাপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৫% এর নিচে হলে শ্রম আইন অনুযায়ী নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক নোটিশ প্রেরণ এবং নোটিশ অনুযায়ী অগ্রগতি না হলে কারখানার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	সঠিকভাবে করতে হবে। খ) ২৫%, ৫০% এবং ১০০% এর নিচে নম্বরপ্রাপ্ত কারখানার ক্ষেত্রে ডাইফ কর্তৃক প্রদানকৃত ক্যাপ বাস্তবায়নের তদারকি শতভাগ অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)
১৫।	বিডার ২য় পর্যায়ের সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম	ক) সভাপতি বিডার ২য় পর্যায়ের সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির ২য় সভায় বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমন্বিত কলকারখানা পরিদর্শন কার্যক্রমের ২য় পর্যায়ে ১০,০০০টি শিল্প-কলকারখানা পরিদর্শনসহ চলমান পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ২য় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা বাজেট অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। এই বাজেটে ১০৮টি টিম কর্তৃক ৫০০০টি কারখানা পরিদর্শন সম্ভব হতে পারে। সেজন্য সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত মনিটরিং কমিটির ১৯ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ সভায় ৫০০০টি কারখানা পরিদর্শন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ১০৮টি টিমের প্রজ্ঞাপন হয় এবং ১০/০৬/২০২৩ তারিখে সদস্য সচিবগণ ৫০০১টি কারখানা পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন এবং www.ciams.org এ ৫০০১টি কারখানার পরিদর্শন তথ্য ইনপুট দিয়েছেন। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	পরবর্তী নির্দেশনার আলোকে পরিদর্শনকৃত কারখানার ক্যাপ প্রদান করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)
১৬।	মামলা সংক্রান্ত তথ্য এবং মামলার তথ্য ইনপুট বিষয়ক কার্যক্রম	ক) সভাপতি মামলা সংক্রান্ত তথ্য এবং মামলার তথ্য ইনপুট-এর কার্যক্রম জানতে চাইলে জনাব মোঃ তাওহীদুল হক ভূঁইয়া, আইন কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন, ক) • ফ্রেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসে দায়েরকৃত মামলা সংখ্যা= ৭০টি • ফ্রেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা= ৬৭টি • অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা = ২,২৭৩ টি	ক) আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা অর্থাৎ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে শ্রম আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা যেমন- শ্রম আপিল ট্র্যাইব্যুনালে কয়টি, হাইকোর্ট বিভাগে কয়টি, লিভ টু আপিল, রিভিউ তে কয়টি মামলা, প্রশাসনিক ট্র্যাইব্যুনাল, আপিলেট ট্র্যাইব্যুনালে কয়টি মামলা আছে এবং তার মধ্যে কনটেম্পট অব কোর্ট	জনাব মোঃ তাওহীদুল হক ভূঁইয়া আইন কর্মকর্তা

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		• অদ্যবধি দায়েরকৃত মোট মামলা সংখ্যা= ২,৮০৪ টি উল্লেখ্য, রীট মামলাসহ অন্যান্য মামলা বিষয়ে আদালতে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। আদালত অবমাননা (Contempt) মামলা সংঘটিত হলে তা তাৎক্ষনিকভাবে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয় এবং বিদ্যমান আদালত অবমাননা মামলার বিষয়ে আদালতে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। খ) ২৯-০২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৬৬১টি মামলার তথ্য সিস্টেমে ইনপুট দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা কার্যালয় থেকে ৬৬১টি, গাজীপুর থেকে ১৮২টি, নারায়ণগঞ্জ থেকে ৩৩৮টি, প্রধান কার্যালয় হতে ১৯৩টি, পাবনা হতে ৯৬টি, চট্টগ্রাম থেকে ৪৯৬টি, সিলেট থেকে ৬৯টি, টাঙ্গাইল থেকে ৭৬টি, নরসিংদী ৬৬টি, অবশিষ্ট কার্যালয়গুলো থেকে ৪৮৪টি মামলার তথ্য সিস্টেমে ইনপুট দেয়া হয়েছে। গ) মামলা বিষয়ক সফটওয়্যারটি STQC হতে qulilty testing সম্পন্ন হয়েছে, বিসিসি হতে হোস্টিং এর ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে মামলা বিষয়ক সফটওয়্যারটির সকল কারিগরি ডকুমেন্ট দ্রুত hand over করা হবে। সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, মামলা বিষয়ক সফটওয়্যারটি পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপমহাপরিদর্শগণ তাঁর কার্যালয়ের সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা), আইন কর্মকর্তা জনাব মাছুম বিল্লাহ, সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান র‍্যাভেন এবং প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি সেল হতে সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি আদালত অবমাননা (Contempt) মামলার বিষয়ে আদালতের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	মামলা আছে কিনা তার হালনাগাদ তথ্য এবং সফটওয়্যারে ইনপুট মামলার তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) উপমহাপরিদর্শগণকে তাঁর কার্যালয়ের সকলকে মামলা বিষয়ক সফটওয়্যারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা), আইন কর্মকর্তা জনাব মাছুম বিল্লাহ, সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান র‍্যাভেন এবং প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি সেল হতে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।	
১৭।	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি অডিট আপত্তি বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, **অডিট আপত্তির সংখ্যাঃ মোট-৩৮ টি** (SFI: **২০টি ও** Non-SFI: **১৮টি), জড়িত টাকার পরিমাণঃ ১১,৪০,২৩,৫৩২/- টাকা।**	যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)-কে অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির হার বাড়াতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে SFI- ১০টি, Non-	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		➢ প্রধান কার্যালয়-১৫ টি (SFI- ০৪ টি, Non-SFI-১১টি), NOSHTRI প্রকল্প-০৮টি (SFI- ০৫টি, Non-SFI-০৩টি), ঢাকা-০৯টি (SFI- ০৫টি, Non-SFI-০৪টি), চট্টগ্রাম- SFI-০১টি, গাজীপুর- SFI-০১টি বগুড়া- SFI-০২টি, খুলনা- SFI-০২টি। ➢ ফেব্রুয়ারী/২৪ মাসে প্রধান কার্যালয়ের ০৪ টি Non-SFI **আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে** (জড়িত টাকার পরিমাণ ৯১,৭৭,০০০/- টাকা) । ➢ ফেব্রুয়ারী/**২৪ মাসে প্রধান কার্যালয়ের ০২ টি** Non-SFI অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হারানো মোটরসাইকেলের মূল্য অবলোপনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (জড়িত টাকার পরিমাণ ৩,০০,০০০/- টাকা) । ➢ ১৯৭১ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত অডিট আপত্তির মধ্যে **ফেব্রুয়ারী/২৪** মাস পর্যন্ত মোট ০৮ জন কর্মকর্তার নিকট হতে ৬০,২২০/৪২ টাকা আদায় করা হয়েছে **এবং উক্ত অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১ জন কর্মকর্তার পুত্র অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা প্রদানের জন্য যোগাযোগ করেছেন।** ➢ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৯৭১ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ১২ টি অডিট আপত্তির তথ্য সর্বশেষ অগ্রগতিসহ গত ১৭-০৮-২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➢ 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' শীর্ষক প্রকল্প এর ২০২০-২১ অর্থবছরে উত্থাপিত ০৮টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য পত্র গত ২২-০২-২০২৪ (স্মারক নং-৪০.০১.০০০০.০০০.০১.০০১.২৩.৩৫) তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)-কে অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির হার বাড়াতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা) সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, মন্ত্রণালয় ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করলে আরও কিছু অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার	SFI-১০টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক সভাকে অবহিত করতে হবে।	(অর্থ ও হিসাব শাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		এবং আগামী সভার পূর্বে SFI- ১০টি, Non-SFI-১০টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১৮।	বিবিধ	ক) সভাপতি প্রকল্প পর্যালোচনা সভা দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভার পর পর অনুষ্ঠিত হতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক সভায় উপস্থিত থাকতে পারে।	ক) প্রকল্প পর্যালোচনা সভা দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভার পর পর অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক সভায় উপস্থিত থাকবে।	১। প্রকল্প পরিচালক ডাইফ আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় ২। প্রকল্প পরিচালক, লিমস প্রকল্প ৩। যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI ৪।উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৫। সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)
		খ) সভাপতি যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI-কে NOSHTRI-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে সভায় পর্যালোচনা করার এবং অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	খ) NOSHTRI-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা করা হবে এবং যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI-কে অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করতে হবে	
		গ) উপমহাপরিদর্শক, কুষ্টিয়া বলেন, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়ায় সম্প্রসারিত ০৩-০৬ তলার ভবনটি PWD থেকে বুঝে নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। সভাপতি উপমহাপরিদর্শক, কুষ্টিয়া-কে প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে PWD থেকে বুঝে নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়ায় সম্প্রসারিত ০৩-০৬ তলার ভবনটি প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে PWD থেকে বুঝে নিতে হবে।	
		ঘ) উপমহাপরিদর্শক, রংপুর বলেন, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রংপুর-এ নির্মিত নতুন বিল্ডিং-এর গেরেজটি ভেঙ্গে গিয়েছে। আগামী বর্ষায় বিল্ডিংটি ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। এছাড়া বাউন্ডারির ওয়ালও ভেঙ্গে গেছে। উপমহাপরিদর্শক, রংপুর ভাঙ্গা গেরেজ এবং বাউন্ডারিটি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন। সভাপতি পুনর্নির্মাণের নিমিত্ত বরাদ্দ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক (পিডি)-কে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ঘ) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রংপুর-এ নির্মিত নতুন বিল্ডিং-এর ভেঙ্গে যাওয়া গেরেজ এবং বাউন্ডারিটি পুনর্নির্মাণের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)-কে প্রকল্প পরিচালক (পিডি)-কে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	
		ঙ) উপমহাপরিদর্শক, পাবনা বলেন, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনার বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি ও চুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত পত্র প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। অদ্যাবধি কোন অগ্রগতি নেই। সভাপতি যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)-কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ঙ) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)-কে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনার বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি ও চুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
		চ) সভাপতি সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রধান কার্যালয়ের অমীমাংসিত (Pending) কাজের তালিকা সভাপতি বরাবর সমন্বয় সভার শুরুতে লিখিত আকারে উপস্থানের নির্দেশনা প্রদান করেন।	চ) সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রধান কার্যালয়ের অমীমাংসিত (Pending) কাজের তালিকা সভাপতি বরাবর সমন্বয় সভার শুরুতে লিখিত আকারে উপস্থান করতে হবে।	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		ছ) সভাপতি বলেন, ২৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৪ পালিত হবে। মাননীয় স্পিকার ড. শিরিন শারমীন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন মর্মে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানান। মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক, শ্রমিক নেতাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সকলে যেন স্বতস্ফূর্ত:ভাবে যেন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৪ পালনে শামিল হোন সভাপতি সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজণীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।		

০৩। সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ এবং ঈদুল ফিতরের অগ্রীম শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: আবদুর রহিম খান)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০২
ই-মেইল: ig@dife.gov.bd

স্মারক নং- ৪০.০১.১০১.০০০০.০৬.০১৫.১৭-

তারিখ: ৩১ মার্চ ২০২৪

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

২। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৫-৯। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সকল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১০। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহী

১১-১৯। উপমহাপরিদর্শক (সকল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২০-৫০। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫১। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫২। সহকারি মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রশাসন অধিশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৩। আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৪। তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৫। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৬। সহকারি মহাপরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৭। LIMA সাপোর্ট টিম, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৫৮। জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) এবং

৫৯। অফিস কপি।

০৭/০৩/২০২৪

(মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ)
সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা)